দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 18 FEB 2016
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক এত অবহেলিত কেন?

বেসরকারি এমপিওভুক্ত স্কুলের শিক্ষকগণ মাসে চিকিৎসাভাতা ও বাড়িভাড়া পান যথাক্রমে ৫০০ টাকা ও ১,০০০ টাকা। সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ চিকিৎসাভাতা ও বাড়িভাড়া পান যথাক্রমে ১,৫০০ টাকা ও অবস্থানভেদে মূল বেতনের ৪০% থেকে ৫৫%। সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উৎসবভাতা পান মূল বেতনের সমপরিমাণ। কিন্তু এমপিওভুক্ত শিক্ষকগণ পান মূল বেতনের ২৫%। শিক্ষকরা সারা জীবনে টাইমস্কেল পান মাত্র একটি। অথচ সরকারি চাকরিজীবীরা পান তিনটি। বর্তমানে ১,০০০ টাকায় বস্তিতে একটি রুম ভাড়া পাওয়া কঠিন। অথচ মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকগণই মুখ্য ভূমিকা পালন করছেন। যে শিক্ষক সারা জীবন জাতির ভবিষ্যৎ তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করলেন, সে শিক্ষক রোগে উন্নত চিকিৎসা পান না, সামাজিক মর্যাদা পান না। বিয়ের বাজারে কন্যার অভিভাবকেরা নাক সিটকায়। বৃদ্ধকালে সামান্য অবসরকালীন ভাতা পান তাও আবার তুলতে অপরিসীম দুর্ভোগ পোহাতে হয়। এমএ, বিএড পাসের পর বেসরকারি স্কুলে যোগদান করে সারাজীবন সহকারী শিক্ষক হিসাবে থাকতে হয়। তাই মেধাবী ছেলেমেয়েরা শিক্ষকতা পেশার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে না। বেসরকারি স্কুলে পাঠদানের জন্য মেধাবীদের আকর্ষণের জন্য সুযোগ-সুবিধা আকর্ষণীয় করা এখন সময়ের দাবি। এ ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সুধাংশু শেখর রায়,
সিনিয়র শিক্ষক, এইআরই স্কুল অ্যান্ড কলেজ, সাভার, ঢাকা